এই অবেলায়, জ্যোৎস্নারাতে

দীপক রায়

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সব
কনসার্ট বাজবে নাকি আজ দেউলপাড়ায়?
'নটী বিনোদিনী' পালাগান হবে?
কোর্ট লিল্ডিং-এর ধারে 'মহেঞ্জোদরো'
তরুণ অপেরার, রাত্রি দশটায়?

মাটির ভেতর থেকে এক টুকরো আভাস পেতেই
রাখাল দাসের 'পেয়েচি-পেয়েচি' বলে
উঁচু মঞ্চে ছুটে বেড়ানো শুধু
মুগ্ধতায় বালকের মতো
শান্তিগোপালের, তরুণ অপেরার!

ওরা সব কোথায় গিয়েছে?
হারিয়ে গিয়েছে নাকি?
খুবই অবেলা আজ আমাদের পাড়ায় পাড়ায়
নটীবিনোদিনী হবে? মহেঞ্জোদারো?
জ্যোৎস্নায় কনসার্ট বাজবে না আজ দেউলপাড়ায়?

বাক্-নিসর্গ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বাক্-নিসর্গ তৈরি করেছি
এক্ষনি তবে তুমি চলে এসো।

কিছু শব্দের আছে জাগরণ
অঙ্গীকারের কবচ ধারণ।

সে সব শব্দে তোমাকে ভোলাতে
চেয়েছি আগেও, এবং দেখেছি

বিচারের পরে তুমি সরে গেছ
নিজের কাছেই। তাই এইবার

তোমার পথের দুদিকে বুনেছি
ছাতিম ফুলের অ্যানেস্থেসিয়া

ঝরুক তোমার চোখের পাতায়–
কতদিন ধরে ঘুমাও নি তুমি!

ফুলের জন্ম

অনুরাধা মহাপাত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, চৈতন্যকে নিয়ে অতি অন্ধ মানুষেরা
প্লেগরোগী ইঁদুরের মতো নিন্দায়, তর্কে, বিলাপে
ক্রমশঃ কালো রোমশ হয়ে ওঠে।
একদা এক প্রবীণকে জেলখানায় দেখে
চারু মজুমদার কেন প্রণত হয়েছিলেন
এই তর্কে
পৌরুষহীন বুদ্ধিজীবীরা শোকে উথলে ওঠে।
ভেবে দেখি সমস্ত প্লেগের জন্ম এই শহরেই।
সমস্ত অন্ধত্বের জন্ম হয় বুদ্ধিজীবীদের মাথার ভেতর।
ভেবে ভেবে – এ-শহর থেকে পালাতে চাই বহুদূরে।
দেখি অনন্তে – ঠাকুরের সামনে বসে
বিবেকানন্দ গাইছনে, 'সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে?'
এ-রকম প্রত্যক্ষ ঈশ্বরদর্শনের ভালোবাসা আছে তবে
এই পৃথিবীতে!
হেনরি মিলার পেয়েছিলেন খুঁজে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবেসে
এরকম অসীমের বোধ
এখন স্টিভেন হকিং খোঁজেন– ব্রহ্মান্ড অনন্ত আর
আলোর প্রকাশ
এককোটি বছরেই মুছে যাবে এ-পৃথিবী ব্রহাণ্ড থেকে।
নাসার বিজ্ঞানী থেকে আজকের মানুষেরা–
সকলেই মুছে যাওয়ার,
বিলুপ্ত হবার দিকে
তাসগুলি ছুঁড়ে যাচ্ছেই।
আমি টের পাচ্ছি, এই যে স্বার্থশূন্য আমার-আপনার
আনন্তিক অনুভব, কথোপকথন
অমৃতের স্বাধীন সন্ধান
ফুলের গন্ধের মতো, ফুলের জন্মের মতো থেকে যাবে
অন্য কোথাও।

পূজা পরিক্রমা : তেহট্টের পথে

রাজীব দত্ত

দুর্গা ও গণেশ
মহাঅষ্টমীর ছাতিম মাখানো সকাল, ঘড়ি বলছে নটা বেজে চল্লিশ

আমরা গঙ্গা পেরিয়ে কাটোয়া ঘাটে। সেখান থেকে বাস যাচ্ছে তেহট্টের দিকে। সাত নং সিট, জানালার পাশ। সেখানেই বসেছি। বাস ছুটছে। ছুটছে জানালা। একটা অদেখা বাংলার পট গুটিয়ে যাচ্ছে উল্টো দিকে। গোটাতে গোটাতে হঠাৎ
স্টপ...
একটা এঁদো ডোবা
ডোবাতে চোবানো পাট। পাটে চাপানো পাঁক।
পাঁক সরিয়ে পাটের আঁশ ছাড়িয়ে নিচ্ছে একজনা।
বয়স আট কি নয়।
'গণেশ' বলে ডাকতেই মুখ ঘুরিয়ে তাকালো সে
যাঁর দিকে তাকালো তিনি ধোঁয়া সম্বল কড়ায়ে
খুন্তি ঠুকছেন।

তিনিই কি তবে দুর্গা? (!...)

রূপক মিত্র'র দুটি কবিতা

রাত্রি

চিরকালের রাত্রি মনে রেখো
তোমার অন্ধকার বারান্দায়, একা
একজন মানুষ একা একা
জ্বলন্ত সিগারেট হয়ে পুড়ে গিয়েছিল
পৃথিবীর চোখের আড়ালে

মধ্যরাত্রি

এইসব রাত্রিদিন আমাদের নয়
এ শুধু নদীর জল, কখনো কখনো তাতে
রক্ত মিশে যায়।
নিজস্ব দু-একটি প্রতিমার মুখ আমি
ভেসে যেতে দেখি সেই রক্তমাখা জলে
কখনো ফেরে না যারা।
ওপারের দগ্ধ অরণ্য থেকে আসে আহ্বান
আমাদের অভিমানী বন্ধুর দল
দাবানল পার হয়ে চলে গেছে এই তো সেদিন
স্বপ্নে এসে দেখা দেয় তারা।
আমাদের রক্তশূন্য দিনে এখানে দু-এক কথা বাকি
যেন সে পাতালে জেগে ওঠা আকাঙ্ক্ষার বৈতরণী নদী
কখনো কখনো ভাসে বেহুলার ভেলা...

আগামী বর্ষায় আমরা

উৎপল সাহা

যে বৃদ্ধা
ছাগলদের বটপাতা খাওয়াচ্ছেন
তিনি আমার মা

আর শিম্ গাছের
লতানো অগ্রভাগ ক্রমাগত
ছিঁড়ে ফেলছেন তিনি
তিনি আমার বাবা

সেই কবে থেকেই
আমার আলাদা খাই
আলাদা শুই
ঐ চারটে সিঁড়ি
আমরা ওঠানামা করি

যদিও আমিই
কেবল লিখি
বাবা শুধু লেখাগুলো ছিঁড়ে ফেলেন:
আর দাদু
এই দেখ
তাঁর কথা তো আমি বলিইনি
তিনি ভীষণ যত্নে
পাতাগুলো আবার জুড়ে দেন

জুড়তে গিয়ে
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাদ পড়ত কিছু
মা সেগুলো লুকিয়ে পড়ে ফেলতেন
সারাদিন বিড়বিড় করে
স্মৃতিতে নিয়ে যেতেন

আচ্ছা
আজই না বুলডোজার লাফিয়ে ঢুকবে
তিন পুরুষের সাঁতরানো মাটি
কেমন ভোকাট্টা হবে

আমরা কেউ
কারো সঙ্গেই
কথা বলি না
নিজের নিজের কাজে
এত ব্যস্ত ছিলাম যে

আমাদের যখন মেরে ফেলা হয়েছিল
আমরা একজনও
চিৎকার করে উঠতে পারিনি

বলবার বিষয়
হল এই
আগামী বর্ষার প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটির
ভিতরেও
আমরা চারজনই চারজনকে
দেখতে পাবো